ইউনিট ১
ভাষা : বাংলা ভাষা

পাঠ-১.১ : ভাষা

উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়া শেষে আপনি–

- ভাষার সংজ্ঞা লিখতে পারবেন।
- ভাষার বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবেন।
- বাংলা ভাষার উদ্ভব সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

ভাষা

মানুষ সামাজিক জীব। তাই মানুষ একে অপরের সঙ্গে মিলেমিশে বাস করে। অপরের সঙ্গে ভাব আদান-প্রদানের জন্য প্রয়োজন হয় ভাষার। অর্থাৎ ভাষার মাধ্যমেই মানুষ একে অপরের সঙ্গে যোগাযোগ করে। এই ভাষা উৎপাদনের জন্য মানুষ তার শরীরের প্রত্যঙ্গের ব্যবহার করে থাকে। মানুষের অঙ্গের কোনো কোনো প্রত্যঙ্গ এই বাক্ বা ভাষা উৎপাদনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। তাই যেসব প্রত্যঙ্গ ভাষা উৎপাদনে ব্যবহৃত হয় তাকে বলা হয় বাক্-প্রত্যঙ্গ। মানব ভাষার ধ্বনি উৎপাদনে যেসব প্রত্যঙ্গসমূহ ব্যবহৃত হয় তাকে বাক্-প্রত্যঙ্গ বলে।
আমাদের দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ভাষা হলো বাংলা। বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষের মাতৃভাষা হলো বাংলা। বাংলা ছাড়াও বাংলাদেশে বসবাসরত বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীদের মাতৃভাষা রয়েছে। যেমন– চাকমা, মারমা, গারো, পাত্র, হাজং, ত্রিপুরা প্রভৃতি।

পৃথিবীতে বিভিন্ন ভাষাগোষ্ঠী রয়েছে। বাংলা ভাষা পৃথিবীর বৃহত্তম ভাষাগোষ্ঠী ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশের শতম শাখা থেকে উদ্ভূত হয়েছে। এই ভাষাবংশ খ্রিস্টপূর্ব প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে ইউরোপে, এশিয়ার ইরান ও ভারতের বিস্তৃত অঞ্চলে বিকাশ লাভ করে।

বাংলাদেশ ছাড়াও পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এই বাংলা ভাষা ব্যবহৃত হয়। পৃথিবীতে বর্তমানে সাড়ে তিন হাজারের বেশি ভাষা প্রচলিত রয়েছে। এর মধ্যে বাংলা ভাষা অন্যতম। ভাষাভাষীর সংখ্যার দিক থেকে বাংলা ভাষার অবস্থান চতুর্থ। বাংলাদেশ ছাড়াও আসাম, ত্রিপুরা, বিহার এবং পশ্চিমবঙ্গের মানুষের ভাষা হলো বাংলা। এছাড়াও যুক্তরাষ্ট্র এবং যুক্তরাজ্যে বাংলাভাষী মানুষ রয়েছে। বর্তমানে বাংলা ভাষায় কথা বলে এমন লোকের সংখ্যা পৃথিবীতে প্রায় ত্রিশ কোটি।

১৯৯৯ সালের ১৭ নভেম্বর ইউনেস্কো বাংলাদেশসহ ২৭টি দেশের সমর্থন নিয়ে একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। ২০০০ সাল থেকে জাতিসংঘ একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা করেছে এবং ২০০১ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি সারা বিশ্বে প্রথম আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালিত হয়েছে। ১৯১৩ সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নোবেল প্রাপ্তির মধ্য দিয়ে বাংলা ভাষার যে মর্যাদা বিশ্বের দরবারে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ইউনেস্কোর এই ঘোষণার মধ্য দিয়ে বাংলা ভাষার মর্যাদা ও সম্মান আরো সুদৃঢ় হলো।

ভাষার সংজ্ঞা

ভাষা মানুষের যোগাযোগ ব্যবস্থার সবচেয়ে শক্তিশালী মাধ্যম। ভাষাবিদরা একে নানাভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন। নিচে এর কয়েকটি উল্লেখ করা হলো :

১. 'মনের ভাব প্রকাশের জন্য, বাগ্‌যন্ত্রের সাহায্যে উচ্চারিত ধ্বনির দ্বারা নিষ্পন্ন, কোনও বিশেষ জনসমাজে ব্যবহৃত, স্বতন্ত্রভাবে অবস্থিত, তথা বাক্যে প্রযুক্ত শব্দসমষ্টিকে ভাষা বলে।' (সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়)

২. '... মানুষের উচ্চারিত, অর্থবহ বহুজনবোধ্য ধ্বনিসমষ্টিই ভাষা।' (সুকুমার সেন)

৩. 'মনুষ্য জাতি যে ধ্বনি বা ধ্বনি-সকল দ্বারা মনের ভাব প্রকাশ করে, তাহার নাম ভাষা ।' (মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্)

৪. 'মানুষ তাহার মনের ভাব প্রকাশ করিবার জন্য কণ্ঠ, জিহ্বা, তালু, ওষ্ঠ, দন্ত, নাসিকা, মুখবিবর প্রভৃতি বাগ্‌যন্ত্রের সাহায্যে অপরের বোধগম্য যে ধ্বনি বা ধ্বনিসমষ্টির উচ্চারণ করিয়া থাকে, সেই ধ্বনি বা ধ্বনিসমষ্টিকে ভাষা বলা হয়।' (মুহাম্মদ এনামুল হক)

অর্থাৎ ভাষা হলো মানুষের মুখ-নিঃসৃত অর্থবোধক ধ্বনির সমষ্টি, যা মনের ভাব অন্যের শ্রবণপথে পৌঁছে সেই ভাবের প্রতিবিধান নিশ্চিত করে।

ভাষার বৈশিষ্ট্যঃ

ওপরে উল্লিখিত সংজ্ঞাগুলো বিশ্লেষণ করলে আমরা ভাষার কিছু বৈশিষ্ট্য পাই। যেমন :

১. ভাষা হচ্ছে মানুষের বাগ্‌যন্ত্রের সাহায্যে উচ্চারিত ধ্বনিসমষ্টি।
২. ভাষা অর্থবহ ধ্বনির সমষ্টি।
৩. ভাষার ধ্বনিসমূহ অন্যের বোধগম্য।
৪. ভাষার সাহায্যে মানুষ মনের ভাব সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করে।
৫. ভাষা মানুষের সমাজ-নির্ভর।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

ক. সঠিক উত্তরটি বাছাই করুন–

১. বর্তমান বিশ্বের কত কোটি লোক বাংলা ভাষায় কথা বলে?

ক. ২৪ কোটি　　খ. ২৫ কোটি
গ. ২৬ কোটি　　ঘ. ৩০ কোটি

২. কত সালে প্রথম আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালিত হয়?

ক. ২০০০　　খ. ২০০১
গ. ২০০২　　ঘ. ২০০৩

৩. বাংলা ভাষা কোন ভাষা থেকে উদ্ভূত হয়েছে?

ক. ইন্দো-ইউরোপীয়　　খ. ইন্দো-ইরানীয়
গ. ইন্দো-আর্য　　ঘ. কোনটিই নয়।

৪. মানুষের বাগযন্ত্রের সাহায্যে উচ্চারিত ধ্বনিসমষ্টিকে কী বলে?

ক. বর্ণ　　খ. ভাষা
গ. ধ্বনি　　ঘ. অক্ষর

উত্তরমালা : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. ঘ　২. খ　৩. ক　৪. খ

পাঠ-১.২ : বাংলা ভাষারীতি

উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়া শেষে আপনি–

- সাধু, চলতি ও আঞ্চলিক ভাষা কী তা বলতে পারবেন।
- সাধু, চলতি ও আঞ্চলিক ভাষার বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবেন।
- সাধু ও চলতি ভাষার পার্থক্য করতে পারবেন।

সাধু ও চলতি

আমরা যারা বাংলাদেশের মানুষ, তারা সবাই বাংলা ভাষায় কথা বলি। বাংলা আমাদের মাতৃভাষা। তবে লক্ষ্য করলে দেখা যায় সকলের ভাষা ব্যবহার এক নয়। বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অঞ্চলের জনগণ নিজ নিজ অঞ্চলের ভাষায় কথা বলে। এগুলোকে আঞ্চলিক কথ্যভাষা বা উপভাষা বলে। পৃথিবীর সব ভাষারই উপভাষা আছে। এক অঞ্চলের জনগণের মুখের ভাষার সঙ্গে অপর অঞ্চলের জনগণের মুখের ভাষার যথেষ্ট পার্থক্য দেখা যায়। ফলে এমন হয় যে, এক অঞ্চলের ভাষা অন্য অঞ্চলের মানুষের কাছে দুর্বোধ্য হয়ে ওঠে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, চট্টগ্রাম অঞ্চলের সাধারণের কথ্যভাষা দিনাজপুর বা রংপুরের মানুষদের পক্ষে খুব সহজবোধ্য নয়। এ ধরনের আঞ্চলিক ভাষাকে বলার ও লেখার ভাষা হিসেবে সর্বজনীন স্বীকৃতি দেওয়া সুবিধাজনক নয়। কারণ, তাতে বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষাভাষীদের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদানে অন্তরায় দেখা দিতে পারে। সে কারণে, দেশের শিক্ষিত ও পণ্ডিতসমাজ একটি আদর্শ ভাষা ব্যবহার করেন। বাংলাভাষী শিক্ষিত জনগণ এ আদর্শ ভাষাতেই পারস্পরিক আলাপ-আলোচনা ও ভাবের আদান-প্রদান করে থাকে। বিভিন্ন অঞ্চলের উপভাষার কথ্যরীতির সমন্বয়ে শিষ্টজনের ব্যবহৃত এ ভাষাই আদর্শ চলতি ভাষা।

বাংলা, ইংরেজি, আরবি, হিন্দি প্রভৃতি ভাষায় মৌখিক বা কথ্য এবং লৈখিক বা লেখ্য এই দুটি রূপ দেখা যায়। কথ্য থেকে কথা অর্থাৎ যে ভাষায় আমরা সবসময় কথা বলি তাকে বলা কথ্যভাষা। ভাষার মৌখিক বা কথ্য রূপের আবার রয়েছে একাধিক রীতি : একটি প্রমিতরীতি (Standard Colloquial language), অপরটি আঞ্চলিক কথ্যরীতি (Regional Colloquial Style)।

প্রমিত কথ্যরীতি : কথ্য ভাষারীতি মার্জিত হয়ে সবার কাছে গ্রহণযোগ্য যে রূপ লাভ করেছে, সেই শিক্ষিত লোকের ভাষাকেই প্রমিত কথ্যভাষা বলা হয়।

আঞ্চলিক উপভাষা : বিভিন্ন অঞ্চলে বাংলা ভাষার বিভিন্ন রূপকে আঞ্চলিক উপভাষা বলে।

লেখ্য থেকে লেখা এসেছে। যে ভাষায় আমরা বক্তব্য লিখি বা সাহিত্য রচনা করি তাকে লেখ্য বা লৈখিক ভাষা বলে। বাংলা ভাষার লৈখিক বা লেখ্য রূপেরও রয়েছে দুটো রীতি : একটি চলতিরীতি (Standard Colloquial language) অপরটি সাধুরীতি (Standard Written form)।

সাধু-রীতি : যে ভাষারীতিতে তৎসম শব্দের প্রয়োগ বেশি এবং ক্রিয়াপদ ও সর্বনাম পদের পূর্ণরূপ ব্যবহৃত হয়, তাকে সাধুরীতি বলে। যেমন– করিয়াছি, তাহারা ইত্যাদি।

চলতিরীতি : যে ভাষারীতিতে ক্রিয়াপদ ও সর্বনাম পদের সংক্ষিপ্ত রূপ ব্যবহৃত হয় তাকে চলতিরীতি বলে। যেমন– করেছি, তারা ইত্যাদি।

বাংলা ভাষার প্রকারভেদ বা রীতিভেদ এভাবে দেখানো যায়–

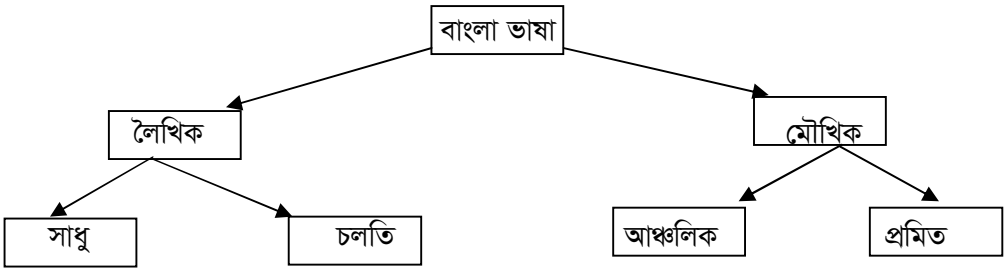

সাধু ও চলতিরীতির উদাহরণ :

সাধু রীতি :

'বালকদিগের সর্দার ফটিক চক্রবর্তীর মাথায় চট করিয়া একটা নতুন ভাবোদয় হইল। নদীর ধারে একটা প্রকাণ্ড শালকাঠ মাস্তুলে রূপান্তরিত হইবার প্রতীক্ষায় পড়িয়াছিল; স্থির হইল : সেটা সকলে মিলিয়া গড়াইয়া লইয়া যাইবে।' (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

চলতি রীতি :

'পুল পেরিয়ে সামনে একটা বাঁশ বাগান পড়ল। তারি মধ্যে দিয়ে রাস্তা। মচ্‌মচ করে শুকনো বাঁশ পাতার রাশ ও বাঁশের খোসা জুতোর নিচে ভেঙে যেতে লাগল। পাশে একটা ফাঁকা জায়গায় বুনো গাছপালা লতা ঝোপের ঘন সমাবেশ। সমস্ত ঝোপটার মাথা জুড়ে সাদা সাদা তুলোর মত রাধালতার ফুল ফুটে রয়েছে।' (বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়)

সাধুরীতির বৈশিষ্ট্যসমূহ :

১. সাধুরীতি ব্যাকরণ নির্ধারিত নিয়ম মেনে চলে।
২. সাধুরীতি তৎসম শব্দবহুল ও গুরুগম্ভীর।
৩. সাধুরীতিতে ক্রিয়ার পুর্ণরূপ ব্যবহৃত হয়। যেমন : পড়িতেছি, লিখিতেছি ইত্যাদি।
৪. সাধুরীতিতে সর্বনামের পূর্ণরূপ ব্যবহৃত হয়। যেমন: তাহারা, উহারা ইত্যাদি।
৫. সাধুরীতিতে অব্যয়ের তৎসম রূপ ব্যবহৃত হয়। যেমন : তথাপি, যদ্যপি ইত্যাদি।
৬. এই রীতিতে সন্ধি ও সমাসবদ্ধ পদের ব্যবহার বেশি। যেমন : রসনেন্দ্রিয়, মহাবুদ্ধিসম্পন্ন ইত্যাদি।
৭. সাধুরীতি নাটক, বক্তৃতা, সংলাপের উপযোগী নয়।

চলতিরীতির বৈশিষ্ট্যসমূহ :

১. চলতিরীতি ব্যাকরণের সুনির্ধারিত নিয়ম মেনে চলে না।
২. চলতিরীতিতে ক্রিয়াপদের সংক্ষিপ্ত রূপ ব্যবহৃত হয়। যেমন : পড়ছি, লিখছি ইত্যাদি।
৩. চলতিরীতিতে সর্বনামের সংক্ষিপ্ত রূপ ব্যবহৃত হয়। যেমন: ওরা, তারা ইত্যাদি।
৪. চলতিরীতিতে অব্যয়ের তদ্ভব রূপ ব্যবহৃত হয়। যেমন: তবু, যদিও ইত্যাদি।
৫. চলতিরীতি পরিবর্তনশীল।
৬. চলতিরীতিতে সন্ধি ও সমাসবদ্ধ পদের ব্যবহার অপেক্ষাকৃত কম।
৭. চলতিরীতি বক্তৃতা, নাটক ও সংলাপের উপযোগী।

গুরুচণ্ডালী দোষ:

একই লেখায় সাধু ও চলতি উভয় ভাষা অসঙ্গত রূপে মিশ্রিত হলে তাকে গুরুচণ্ডালী দোষ বলে। বাংলা কবিতায় অনেক সময় সাধু ও চলতিরীতি এক সঙ্গে দেখা যায়। তবে গদ্যের ক্ষেত্রে যে-কোনো একটি রীতি অনুসরণ করতে হয়।

সাধু ও চলতি ভাষারীতির মধ্যকার পার্থক্য :

সাধু ভাষারীতি	চলতি ভাষারীতি
সাধু ভাষারীতি প্রাচীন ও পুরনো বৈশিষ্ট্যের অনুসারী	চলতি ভাষারীতি আধুনিক ও নতুন বৈশিষ্ট্যের অনুসারী
সাধু ভাষার রীতি ব্যাকরণের নিয়ম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।	চলতি ভাষার রীতি ব্যাকরণের নিয়ম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়।
সর্বনাম ও ক্রিয়াপদের পুর্ণরূপে ব্যবহৃত হয় সাধু ভাষারীতিতে। যেমন– তাহারা, করিয়া প্রভৃতি।	চলতি ভাষারীতিতে সর্বনাম ও ক্রিয়াপদের পুর্ণরূপে ব্যবহৃত হয় না। যেমন– তারা, করে প্রভৃতি।
সাধু ভাষারীতিতে তৎসম শব্দের প্রয়োগ বেশি।	চলতি ভাষায় তদ্ভব, দেশি, বিদেশি শব্দের প্রয়োগ বেশি।
সাধু ভাষারীতি নির্দিষ্ট ও অপরিবর্তনীয়।	চলতি ভাষারীতি পরিবর্তনশীল।
সাধু ভাষারীতি সংলাপ, বক্তৃতা ও অপিনিহিতির ব্যবহার নেই।	চলতি ভাষারীতি বক্তৃতা, নাটক ও সংলাপের জন্য উপযোগী।
সাধু ভাষায় অনুসর্গের পূর্ণাঙ্গ রূপ ব্যবহৃত হয়। যেমন : হইতে, নিকট, দিয়া ইত্যাদি।	চলতি ভাষারীতিতে অনুসর্গের পূর্ণাঙ্গ রুপ ব্যবহৃত হয় না। যেমন : হতে, কাছে, দিয়ে ইত্যাদি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

ক. সঠিক উত্তরটি বাছাই করুন–

১. গুরুচণ্ডালী দোষ কী?

ক. সাধু চলতিরীতি মিশ্রণ
খ. সাধু আঞ্চলিক রীতির মিশ্রণ
গ. চলতি আঞ্চলিক রীতির মিশ্রণ
ঘ. কোনটিই নয়।

২. সাধুরীতিতে সর্বনামের কীরূপ ব্যবহৃত হয়?

ক. সংক্ষিপ্ত
খ. পূর্ণাঙ্গ
গ. উভয়
ঘ. কোনটিই নয়।

৩. চলতিরীতিতে ক্রিয়াপদের কীরূপ ব্যবহৃত হয়?

ক. সংক্ষিপ্ত
খ. পূর্ণাঙ্গ
গ. উভয়
ঘ. কোনটিই নয়।

৪. অঞ্চলভেদে ভাষার পার্থক্যকে কী বলে?

ক. সাধু
খ. চলতি
গ. আঞ্চলিক
ঘ. কোনোটিই নয়।

উত্তরমালা : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. ক ২. খ ৩. ক ৪. গ

পাঠ-১.৩ : বাংলা ব্যাকরণ ও এর আলোচ্য বিষয়

উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়া শেষে আপনি–

- ব্যাকরণ পাঠের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- ব্যাকরণের আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

ব্যাকরণ

ব্যাকরণ (বি+আ+√কৃ+অন) শব্দটির বুৎপত্তিগত অর্থ বিশেষভাবে বিশ্লেষণ।

সংজ্ঞা : যে শাস্ত্রে কোনো ভাষার বিভিন্ন উপাদানের প্রকৃতি ও স্বরূপের বিচার বিশ্লেষণ করা হয় এবং বিভিন্ন উপাদানের সম্পর্ক নির্ণয় ও প্রয়োগবিধি বিশদভাবে আলোচিত হয়, তাকে ব্যাকরণ বলে।

ব্যাকরণ পাঠের প্রয়োজনীয়তা : ভাষা শিখনে ব্যাকরণের পাঠের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য। একটি ভাষা যথাযথভাবে শিখতে হলে একজন ভাষীর চারটি দক্ষতা অর্জন করতে হয়। এগুলো হলো– কথন, পঠন, লেখন ও শ্রবণ। বাংলা ভাষা অধিকাংশ মানুষের মাতৃভাষা হওয়ায় কথন ও শ্রবণ দক্ষতা ভাষী তার চারপাশের পরিবেশ থেকে পেতে পারে। অনেকে মনে করেন, ব্যাকরণ না জেনেও ভাষা বলা যেতে পারে কিংবা আয়ত্ত করা যেতে পারে। কথাটা সম্পূর্ণ সত্য না হলেও আংশিক সত্য। এর পুরোটা সত্য তখনই দেখা যায় যখন একটি শিশু ত্রুটিপূর্ণ ভাষিক পরিবেশে বেড়ে ওঠে এবং ভাষাকে ধারণ করে। প্রমিত বাংলা কথন-দক্ষতা অর্জনের জন্য অবশ্যই প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার প্রয়োজন। আর এই যে ভাষার ধারণ-লালন তা শুধু ব্যাকরণের অনুশাসনের জন্যই সম্ভব হয়ে থাকে। ব্যাকরণ পাঠ করে ভাষার বিভিন্ন উপাদানের গঠনপ্রকৃতি ও সেসবের সুষ্ঠু ব্যবহারবিধি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা যায় এবং লেখায় ও কথায় ভাষা প্রয়োগের সময় শুদ্ধি নির্ধারণ সহজ হয়।

বাংলা ব্যাকরণ : যে শাস্ত্রে বাংলা ভাষার বিভিন্ন উপাদানের গঠনপ্রকৃতি ও স্বরূপ বিশ্লেষিত হয় এবং এদের সম্পর্ক ও সুষ্ঠু প্রয়োগবিধি আলোচিত হয়, তাই বাংলা ব্যাকরণ।

বাংলা ব্যাকরণের আলোচ্য বিষয়:

প্রত্যেক ভাষারই চারটি মৌলিক অংশ থাকে। যেমন–

১. ধ্বনি (Sound)
২. শব্দ (Word)
৩. বাক্য (Sentence)
৪. অর্থ (Meaning)

সব ভাষারই ব্যাকরণে প্রধানত নিম্নলিখিত চারটি বিষয়ের আলোচনা করা হয়।

১. ধ্বনিতত্ত্ব (Phonology)
২. শব্দতত্ত্ব বা রূপতত্ত্ব (Morphology)
৩. বাক্যতত্ত্ব বা পদক্রম (Syntax)
৪. অর্থতত্ত্ব (Semantics)

এ ছাড়া অভিধানতত্ত্ব (Lexicography), ছন্দ ও অলংকার প্রভৃতিও ব্যাকরণের আলোচ্য বিষয়।

১. ধ্বনিতত্ত্ব

মানুষের বাক-প্রত্যঙ্গ অর্থাৎ কণ্ঠনালী, মুখবিবর, জিহ্বা, আল-জিহ্বা, কোমল তালু, শক্ত তালু, দাঁত, মাড়ি, চোয়াল, ঠোঁট ইত্যাদির সাহায্যে উচ্চারিত আওয়াজকে 'ধ্বনি' বলা হয়। বাক-প্রত্যঙ্গজাত ধ্বনির সূক্ষ্মতম মৌলিক অংশ বা একককে (Unit) ধ্বনিমূল (phoneme) বলা হয়।

বর্ণ: বাক-প্রত্যঙ্গজাত প্রত্যেকটি ধ্বনি এককের জন্য প্রত্যেক ভাষারই লেখার সময় এক একটি প্রতীক বা চিহ্ন (Symbol) ব্যবহৃত হয়। বাংলায় এ প্রতীক বা চিহ্নকে বলা হয় বর্ণ (Letter)। যেমন–বাংলায় 'বক' কথাটির প্রথম ধ্বনিটির প্রতীকরূপে ব্যবহার করা হয়েছে 'ব', ইংরেজিতে সে ধ্বনির জন্য ব্যবহৃত হয় B বা b (বি), আবার আরবি, ফারসি ও উর্দুতে একই ধ্বনির জন্য ব্যবহৃত হয় (বে) । ধ্বনির উচ্চারণপ্রণালী, উচ্চারণের স্থান, ধ্বনির প্রতীক বা বর্ণের বিন্যাস, ধ্বনিসংযোগ বা সন্ধি, ধ্বনির পরিবর্তন ও লোপ, ণত্ব ও ষত্ব বিধান ইত্যাদি বাংলা ব্যাকরণে ধ্বনিতত্ত্বের আলোচ্য বিষয়।

২. রূপতত্ত্ব

এক বা একাধিক ধ্বনির অর্থবোধক সম্মিলনে শব্দ তৈরি হয়, শব্দের ক্ষুদ্রাংশকে বলা হয় রূপ (morpheme)। রূপ গঠন করে শব্দ। সেই জন্য শব্দতত্ত্বকে রূপতত্ত্ব (Morphology) বলা হয়। ব্যাকরণের এ অংশে শব্দ ও পদের ব্যুৎপত্তি-গঠন, বচন, লিঙ্গ, উপসর্গ, প্রত্যয়, বিভক্তি, কারক, সমাস, ধাতুরূপ, কাল (সময়) ইত্যাদি বিষয় আলোচিত হয়।

৩. বাক্যতত্ত্ব

মানুষের বাক্-প্রত্যঙ্গজাত ধ্বনি সমন্বয়ে গঠিত শব্দসহযোগে সৃষ্ট অর্থবোধক বাক প্রবাহের বিশেষ বিশেষ অংশকে বলা হয় বাক্য (Sentence)। বাক্যের সঠিক গঠনপ্রণালী, বিভিন্ন উপাদানের সংযোজন, বিয়োজন, এদের সার্থক ব্যবহারযোগ্যতা, বাক্যমধ্যে শব্দ বা পদের স্থান বা ক্রম, পদের রূপ পরিবর্তন, বাগধারা, বাক্য সংকোচন, বিরামচিহ্ন ইত্যাদি বিষয় বাক্যতত্ত্বে আলোচিত হয়। বাক্যের মধ্যে কোন পদের পর কোন পদ বসে, কোন পদের স্থান কোথায় বাক্যতত্ত্বে এসবের পূর্ণ বিশ্লেষণ থাকে। বাক্যতত্ত্বকে পদক্রমও বলা হয়।

৪. অর্থতত্ত্ব

শব্দের অর্থবিচার, বাক্যের অর্থবিচার, অর্থের বিভিন্ন প্রকারভেদ, যেমন– মুখ্যার্থ, গৌণার্থ, বিপরীতার্থ ইত্যাদি অর্থতত্ত্বের আলোচ্য বিষয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

ক. সঠিক উত্তরটি বাছাই করুন–

১. প্রত্যেক ভাষার কয়টি মৌলিক অংশ থাকে?

ক. ১ খ. ২
গ. ৩ ঘ. ৪

২. প্রত্যেক ভাষা লেখার সময় যে চিহ্ন বা প্রতীক ব্যবহার করা হয় তাকে কী বলে?

ক. বর্ণ খ. ধ্বনি
গ. শব্দ ঘ. বাক্য

৩. ধ্বনি পরিবর্তন ব্যাকরণের কোন অংশে আলোচিত হয়।

ক. ধ্বনিতত্ত্ব খ. বাক্যতত্ত্ব
গ. রূপতত্ত্ব ঘ. অর্থতত্ত্ব

খ. রচনামূলক প্রশ্ন:

১. ভাষা বলতে কী বোঝেন? সাধু ও চলতিরীতির পার্থক্য বুঝিয়ে দিন।
২. ব্যাকরণ কাকে বলে? ব্যাকরণ পাঠের প্রয়োজনীয়তা আলোচনা করুন।
৩. বাংলা ব্যাকরণের আলোচ্য বিষয়গুলো আলোচনা করুন।

উত্তরমালা : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. ঘ ২. ক ৩. ক